সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
08 May, 2017, Monday

# হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে মানহীন সাদা পাথর

**ইন্দ্রজিৎ রায়,** *যশোর ব্যুরো*

সারা দেশে ফ্লাইওভার-সেতুসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণে দেদারসে আমদানি করা হচ্ছে মানহীন সাদা পাথর। সম্প্রতি যশোরের নওয়াপাড়ায় ভৈরব নদের ওপর নির্মাণাধীন সেতুর কাজে ব্যবহারের জন্য এক লাখ ঘনফুট মানহীন সাদা পাথর আমদানি করা হয়। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'ম্যাক্স র‌্যাংকেন' মালয়েশিয়া থেকে এই পাথর আনার দাবি করলেও এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, এতে রয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকর উপাদান স্মেকটাইড ও পটাশিয়ামের উপস্থিতি। এটি ব্যবহারের ফলে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেই স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাপানসহ বহু দেশে স্মেকটাইডযুক্ত পাথর ব্যবহার নিষিদ্ধ রয়েছে।

## যশোরে সেতুতে এই পাথর ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি

## ১২-১৫ বছরের মধ্যেই ফাটল দেখা দেবে

পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশের পর তোলপাড় শুরু হয়। সেতুতে ওই পাথরের ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি)। তবে ম্যাক্স র‌্যাংকেনের দাবি, ফ্লাইওভার-রেললাইনসহ সারা দেশে তাদের পাঁচ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প চলছে, সেগুলোতে এই পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ওইসব প্রকল্পে পাথরের মান নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

জানা গেছে, ভৈরব নদে নির্মাণাধীন ৭০২ মিটার সেতুতে ব্যবহারের জন্য ওই এলাকায় ১ লাখ ঘনফুট সাদা পাথর এনে রেখেছে ম্যাক্স র‌্যাংকেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে এলজিইডি ঢাকার কর্মকর্তারা নির্মাণ এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তারা 'সাদা পাথর' নিয়ে সন্দেহ হলে রাসায়নিক পরীক্ষার নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে যশোর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল আলম সিদ্দিকী জানান, নির্দেশনা অনুযায়ী ৮ মার্চ এক পত্রে সাদা পাথরের মান পরীক্ষার জন্য যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. জাভেদ হোসাইন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৯ এপ্রিল তিনি সাদা পাথর পরীক্ষার প্রতিবেদন দেন। ৩০ এপ্রিল ঢাকায় এলজিইডির এক সেমিনারেও এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, সাদা পাথরে সিল্ট পাওয়া গেছে ১৫ শতাংশ, যা ৫ শতাংশের বেশি থাকার কথা নয়। সিলিকা সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ গ্রহণযোগ্য হলেও ম্যাক্স র‌্যাংকেনের আমদানি করা পাথরে এর পরিমাণ ৬৫ শতাংশ। অত্যন্ত ক্ষতিকর স্মেকটাইড ও পটাশিয়ামের উপস্থিতিও রয়েছে এতে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সেতু-ফ্লাইওভারের মতো দীর্ঘমেয়াদি স্থাপনায় এই পাথর ব্যবহার করা হলে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এর ভেতরে ফাটল দেখা দিতে পারে। কারণ এ সময়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই সিল্ট এক ধরনের জেল তৈরি করবে, যা ভেতর থেকে কংক্রিটের বন্ধনকে আলগা করে দেবে। ফলে এই পাথরে নির্মিত স্থাপনা বেশিদিন টেকসই হবে না। ড. জাভেদ হোসাইন খান ওই পরীক্ষায় সাদা পাথরের সঙ্গে আমাদের দেশের অন্যান্য স্থাপনায় ব্যবহৃত কালো পাথরের তুলনামূলক চিত্রও উপস্থাপন করেছেন।

ম্যাক্স র‌্যাংকেন এই সাদা পাথর মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করার কথা বললেও এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত বহু দেশের কংক্রিটের স্থাপনা রিসাইক্লিং করে পাথর উৎপন্ন করে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এই পাথরের সঙ্গে আমদানি করা ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

# হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সাদা পাথরের মিল রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই পাথর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও রিসাইক্লিং পাথরের বিক্রেতারা তাদের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছেন, এই পাথর বেজমেন্ট, গ্রামীণ রাস্তা ও স্যুয়ারেজ ও ড্রেনে ব্যবহার করা যাবে।

ভৈরব নদেও সেতুর দায়িত্বে থাকা ম্যাক্স র‍্যাংকেনের ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার আরিফুল ইসলাম জানান, মূল ডিজাইনে ভারতীয় কালো পাথর থাকায় তা দিয়েই সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। তবে সাদা পাথর আমদানি করে তারা এটি ব্যবহারের জন্য এলজিইডির কাছে অনুমতি চেয়ে এখনও পাননি। তাই নওয়াপাড়ায় তারা আমদানি করা ১ লাখ ঘনফুট সাদা পাথর মজুদ করে রেখেছে। এই প্রকৌশলীর দাবি, তাদের আমদানি করা সাদা পাথর ভারতীয় কালো পাথরের চেয়ে অনেক ভালো। এর ঘর্ষণ সহনশীলতার মাত্রা ১৯; যা ভারতীয় কালো পাথরের (২৬) চেয়ে কম। তিনি বলেন, ইন্টারনেট ঘেঁটে তারা দেখেছেন, বিশ্বের কোথাও এ ধরনের নির্মাণে পাথরের রাসায়নিক পরীক্ষা কোথাও করানো হয় না। সম্ভবত এটিই প্রথম ঘটনা। ম্যাক্স র‍্যাংকেনের ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার আরিফুল ইসলাম দাবি করেন, ম্যাক্স র‍্যাংকেন সারা দেশে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চট্টগ্রামে ফ্লাইওভার, গোপালগঞ্জে রেললাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় এই সাদা পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও এই পাথরের মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। জানতে চাইলে যশোর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল আলম সিদ্দিকী বলেন, ম্যাক্স র‍্যাংকেন সাদা পাথর নিয়ে এলেও নওয়াপাড়ায় তা ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি। কারণ সেতুর মূল নকশায় ছিল ভারতীয় কালো পাথর। সাদা পাথর ব্যবহারের অনুমতি চাওয়ায় তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষার রিপোর্ট পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সাদা পাথর ব্যবহারের কোনো অনুমতি দেয়নি।